Patients still paying for a lax eye surgery

A year later, victims of a catastrophic cataract surgery now suffering from pain

Our Correspondent, *Kushtia*

The 20 people, who lost one of their eyes last year after cataract surgery at Impact Masudul Hoque Memorial Community Health Centre in Chuadanga's Alamdanga upazila, are now having problems in their other eye.

The left eye of Hayatun Khatun of Enayetpur village in Alamdanga upazila of Chuadanga had to be removed as a result of the cataract surgery on March 5, 2018.

Her right eye was in good condition during the operation, but now she is suffering from severe pain in that eye.

"She lost her left eye and now the vision in her right eye has become dim. She often cries out from severe random pain in her eye," said her daughter Farida Khatun.

Farida alleged that they repeatedly informed the health centre authority about this, but received no response.

During a three-day eye camp last year, Dr Md Shahin of Impact Health Centre conducted 24 surgeries each for Tk 7,000.

A day after the surgery, 20 patients, who were released by the centre, started feeling severe pain in their operated eyes.

They had to seek treatment in Dhaka, where eye doctors found serious infection and had to remove the operated eyes. Only one out of the 20 people, decided not to go with another surgery. However, later that patient too later lost her eyesight.

Once the news became public through a Bangla daily, a writ petition was filed by Supreme Court lawyer Amit Das Gupta before the High Court on behalf of the victims asking for a compensation of one crore taka for each victim.

Following investigation, on October 21, 2018 the High Court directed Impact Masudul Hoque Memorial Community Health and IRIS Enterprise, the medicine supplier, whose product was used during the surgery, to pay Tk 10 lakh to each of the victims.

The court also directed the hospital authority to bear any further eye treatment expense of the victims for life, said advocate Amit, explaining that the health centre would arrange for treatment of the patients outside the country, if necessary.

He said, the court had not fixed any ceiling with regards to the expenditure that the health centre would bear. The victims, on the other hand, cannot go and avail treatment elsewhere on their own and ask the health centre to pay for it.

Amit added that two cases were filed against Impact Masudul Hoque Memorial Community Health Centre and IRIS Enterprise by the drug administration.

However, none of the organisations lost their registration, and the doctor, who conducted the surgery, did not lose his license.

Although all of the victims received the monetary compensation ordered by the court, most of them not happy with Impact's service and some do not even trust their doctors anymore.

Khobiron Nechha of Alamdanga's Poulobaginda village went to Khulna Rotary Eye Hospital to get a cataract surgery in her left eye for Tk 31,000.

She had lost her right eye from the surgery, conducted at Impact.

Khobiron's son Borhan said, after submitting an application Impact gave them Tk 7,000 for the recent cataract operation.

"I got the compensation money in time, but now I don't want to get any treatment from that centre," said marginal farmer Ahmed Ali of Mordanga village of Alamdanga upazila who lost his right eye in the cataract surgery last year.

He said he often gets severe pain in his left eye, but prefers to go to doctors in different hospitals.

When contacted, Administrative Officer of Impact Dr Shafiul Kabir claimed that as per the court directive they take the victims, who come to them with eye problems, to physicians at government hospitals and provide all medicines as suggested by government doctors.

Dr Shafiul added that the health centre authorities have decided to reimburse Tk 7,000 if the victims get cataract operation in some other places not referred by Impact.

One of the patients, who underwent cataract surgery at Impact Masudul Hoque Memorial Community Health Centre in Chuadanga's Alamdanga upazila last year, is now having problem in his other eye. The photo was taken recently. PHOTO: **STAR**

Volunteers of Bangladesh Red Crescent Society's Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University unit help Mostahid Azam to come out of the campus after his admission test there on Monday. PHOTO: **KONGKONKARMAKER**

Indomitable Azam sits for university admission test

Defying physical challenge, the youth has continued study with an aim to be a teacher

Our Correspondent, *Dinajpur*

Born without legs, Mostahid Azam sat for the honours admission test at Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU) in Dinajpur on Monday.

Defying the challenge, he has continued study with an aim to be a teacher.

"Seeing Azam's eagerness to study, we enrolled him with a local primary school. Despite his physical problem, he attended classes regularly," said his father Md Abdul Momin, a farmer of Boyra village in Dinajpur's Nawabganj upazila.

Azam passed his SSC in 2016 with GPA 4.69 and HSC from Birampur Degree College last year with GPA-3.87.

He is third among four siblings.

His eldest brother Monjurul Islam is a schoolteacher while another brother Monirul Islam runs a drugstore in the upazila.

Talking with this correspondent on Tuesday, Azam said he does his daily chores himself.

"I came to HSTU, around 90 kilometres from home, alone for attending the admission test on Monday. As I can't travel by bus due to my physical problem, I went there on a battery-run three-wheeler," said Azam, who uses his hands for movement.

After his examination was over, a team of HSTU unit of Bangladesh Red Crescent brought him out of the campus on a stretcher and helped him to get on a battery-run three-wheeler for going home.

Expressing hope that he would get chance to study at HSTU, Azam said, "I have come all this way with the support of my family members and neighbours. I want to become a schoolteacher."

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর
(স্থানীয় সরকার শাখা)
(www.madaripur.gov.bd)

স্মারক নং-০৫.৪১.৫৪০০.১১১.০১.০০৬.১৮-৬০৩(৮২) তারিখঃ ২৮-১১-২০১৯খ্রিঃ

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মাদারীপুর জেলার ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে কর্মরত দফাদার ও মহল্লাদারগণের জন্য নিম্নে "খ" তফসিলে বর্ণিত পোশাক/সরঞ্জামাদি সরবরাহের নিমিত্ত উপর্যুক্ত পোশাক সরঞ্জামাদি সরাবরাহকারী ঠিকাদারের নিকট হতে (পিপিআর-২০০৮) এর নিয়ামানুসারে নিম্নলিখিত শর্তানুযায়ী সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

তফসিল "ক"

ক্রমিক	বিবরণ	বিস্তারিত
১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
২	দরপত্র আহবানকারী প্রতিষ্ঠান	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর।
৩	সংগ্রহকারী সত্তা	জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর।
৪	সংগ্রাহক সত্তার জেলা	মাদারীপুর।
৫	কাজের নাম	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে গ্রাম পুলিশদের (দফাদার ও মহল্লাদার) পোশাক ও অন্যান্য সরাঞ্জামাদি সরবরাহ।
৬	সংগ্রহ পদ্ধতি	উন্মুক্ত দরপত্র (ওটিএম)।
৭	সংগ্রহের উৎস ও বরাদ্দের কোড	মন্ত্রণী সহায়তা খাত। কোড নং- ১৩৭০১০১/১২০০০১৩০৮/৩৬৩১১০৩
৮	দরপত্র সিডিউল বিক্রির শেষ তারিখ	২৪-১২-২০১৯খ্রিঃ (অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত)।
৯	দরপত্র গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান	২৬-১২-২০১৯খ্রিঃ, বেলাঃ ১২.০০টা (সীলগালাকৃত খামে), স্থানঃ উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, মাদারীপুরের অফিস কক্ষে।
১০	দরপত্র খোলার তারিখ, সময় ও স্থান	২৯-১২-২০১৯খ্রিঃ ১২.০০টা উপস্থিত দরপত্রদাতার সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকে), স্থানঃ উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, মাদারীপুরের অফিস কক্ষে।
১১	দরপত্র বিক্রয়কারী অফিসের নাম ও ঠিকানা	১। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা। ২। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (স্থানীয় সরকার শাখা), মাদারীপুর। ৩। পুলিশ সুপারের কার্যালয়, মাদারীপুর। ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মাদারীপুর সদর/শিবচর/কালকিনী/রাজৈর, মাদারীপুর।
১২	দরপত্র গ্রহণকারী অফিসের নাম ও ঠিকানা	১। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা। ২। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (স্থানীয় সরকার শাখা), মাদারীপুর। ৩। পুলিশ সুপারের কার্যালয়, মাদারীপুর।
১৩	দরপত্রদাতার যোগ্যতা	ক) দরপত্রদাতার বিগত ০৩ (তিন) বছরে যে কোন ১ বছরের ন্যূনতম ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকার মূল্যে বিজিবি/পুলিশ/আনসার ও ভিডিপি/দফাদার/মহল্লাদারদের পোশাক ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ কাজের অভিজ্ঞতার সনদ থাকতে হবে। খ) বিগত শেষ তিন মাসের ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা ব্যাংক তারল্যের সনদ থাকতে হবে। গ) হালনাগাদ একতসংক্রান্ত বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট, রেজিস্ট্রেশন সনদ, টিআইএন সহ আয়কর পরিশোধের সনদ থাকতে হবে। ঘ) দরপত্র সিডিউলের সাথে সংযুক্ত বিস্তারিত শর্তাবলির নিরিখে প্রতিষ্ঠানকে যোগ্য হতে হবে।
১৪	জামানতের টাকা	দরপত্রে সাথে প্রদত্ত দরের ১,৫০,০০০/- হারে যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর এর অনুকূলে জমা দিতে হবে।
১৫	কার্য সম্পাদনের তারিখ	কার্যাদেশ জারীর ২৮ (আটাশ) দিনের মধ্যে।
১৬	দরপত্র সিডিউলের ক্রয় মূল্য	২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা অফেরতযোগ্য (ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নহে)।
১৭	সংগ্রহকারী সত্তার বিবরণীঃ	
ক)	সংগ্রহকারী সত্তার বিবরণী	মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম
খ)	সংগ্রহকারী সত্তার পদবী	জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর
গ)	সংগ্রহকারী সত্তার ঠিকানা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর
ঘ)	সংগ্রহকারী সত্তার টেলিফোন নম্বর	০৬৬১-৬২৭৭৭

তফসিল "খ"

ক্রঃ নং	পোশাক ও সরঞ্জামাদি বিবরণ	সংখ্যা
০১।	দফাদার, মহল্লাদারের নীল রং এর ফুলহাতা শার্ট (মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নমুনা অনুসারে)	৫৬০টি
০২।	দফাদার, মহল্লাদারের নীল রং এর হাফহাতা শার্ট (মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নমুনা অনুসারে)	৫৬০টি
০৩।	ফুলপ্যান্ট খাকি রং (মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নমুনা অনুসারে) তিন পকেট বিশিষ্ট প্রত্যেককে ২টি করে	১১২০টি
০৪।	উন্নতমানের চামড়ার জুতা (নমুনা অনুসারে)	৫৭০টি
০৫।	উন্নতমানের কাপড়ের জুতা (নমুনা অনুসারে)	৫৭০টি
০৬।	উন্নতমানের কালো মোজা	১১৪০টি
০৭	উন্নতমানের ছাতা	৫৭০টি
০৮।	উন্নতমানের চার্জার টর্চ লাইট	৫৭০টি
০৯।	উন্নতমানের সাইট ব্যাগ	৫৭০টি
১০।	উন্নতমানের বেল্ট	৫৭০টি
১১।	মাথার ক্যাপ (গ্রাম পুলিশ লেখা মনোগ্রামসহ)	৫৭০টি
১২।	মহল্লাদারের শোল্ডার ব্যাচ (গ্রাম পুলিশ লেখা)	৫৭০টি
১৩।	দফাদারের শোল্ডার ব্যাজ (১ স্টারসহ গ্রাম পুলিশ লেখা) সবুজ কাপড়ের ২টি রিবনসহ	৬০টি
১৪।	উন্নতমানের নেইম প্লেট	৫৭০টি
১৫।	উন্নতমানের লায়নার বাশি	৫৭০টি
১৬।	শাড়ী নেবী ব্লু	১০টি
১৭।	ব্লাউজ (মহিলা পুলিশ ডিজাইন)	১০টি

বিঃদ্রঃ
১। ক্রমিক নং ০১ হতে ১৭ পর্যন্ত সরঞ্জামাদির নমুনা দরপত্রে গ্রহণকারীগণ দরপত্র খোলার দিনে দাখিল করবেন।
০২। কর্তৃপক্ষ যে কোন কারণে যে কোন দরপত্র আংশিক বা সম্পূর্ণ গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
৩। দরপত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, স্থানীয় সরকার শাখা, মাদারীপুর হতে জানা যাবে।

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক
মাদারীপুর
ফোনঃ ০৬৬১-৬২৭৭৭

জিডি-১৯৬৩

Mass copying in PEC Exam

Guardians supplied copies, probe finds

Our Correspondent, *Gaibandha*

The probe committee in its investigation has found guardians supplied copies to the examinees during Primary Education Completion Examination (PECE) at Kamalerpara High School centre in Saghata upazila on November 24.

The investigation report was submitted to the upazila nirbhai officer on Monday afternoon.

Head of committee Upazila Secondary Education Officer Ahsan Habib said the guardians intentionally supplied copies to the examinees to help their children secure a good result.

Ahsan Habib suggested taking measures against those persons involved in the illegal act.

The committee also suggested relieving invigilators Babita Akhter, assistant teacher of Gachabari Government Primary School, and Ayub Ali, assistant teacher of Osmanerpara Government Primary School, from invigilation for ever for their alleged negligence in duty.

Hossain Ali, district primary education officer, said the report of probe committee will be implemented soon.

According to eyewitnesses, mass copying marked Sunday's PECE examination of mathematics at Kamalerpara High School centre, where guardians were seen supplying copies to the PECE examinees while the invigilators intentionally overlooked the matter.

"Some guardians got involved in supplying copies to the examinees, which is not desirable at all. If such practice is allowed, good students will lose interest in study," said Mizanur Rahman, a guardian.

After getting complaint in this regard, the authorities on Tuesday formed a three-member probe committee to investigate the allegation of mass copying.

The committee, comprising Saghata Upazila Secondary Education Officer Ahsan Habib as convenor, and Upazila Primary Education Officer Azizul Islam and Upazila Resource Centre's Instructor Saju Mia as members, has been asked to submit report within three working days.

Khoksa OC closed for negligence of duty

Our Correspondent, *Kushtia*

Officer in-charge (OC) of Khoksa Police Station in Kushtia ABM Mehedi Masud was closed to Kushtia Police Lines on Sunday night due to negligence of duty.

SM Tanvir Arafath, superintendent of police (SP) in Kushtia, confirmed the matter.

According to a fax message that reached Khoksa Police Station on Sunday night, the district police administration identified the OC's negligence of duty during Khoksa upazila Awami League's council on November 24, where a factional clash left 25 leaders and activists of the party injured.

"The OC failed to discharge his duty properly," the fax message said.

OC (Investigation) Idrish Ali has been given the charge of OC of the police station.

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০

ফ্ল্যাট বরাদ্দের আবেদনপত্র বিক্রয় ও জমা গ্রহণের সময় বর্ধিতকরণের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া ও ধানমন্ডি এলাকার ০৯টি পরিত্যক্ত বাড়িতে এ্যাপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় (১) বাড়ি নং-২২/২১, ব্লক-বি, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর আ/এ, ঢাকা (২) বাড়ি নং-৬/১২, ব্লক-ই, লালমাটিয়া আ/এ, ঢাকা (৩) বাড়ি নং-২৮, সড়ক নং-৩১, ব্লক-সিডব্লিউএস(বি), গুলশান আবাসিক এলাকা, ঢাকার ০৩টি প্লটে নির্মিতব্য এ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ফ্ল্যাটসমূহের বরাদ্দের আবেদনপত্র বিক্রয় ও অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রাজউক ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকায় জমা গ্রহণের সময় আগামী ২৪-১২-২০১৯খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

সুশান্ত চাকমা
সচিব
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা

জিডি-১৯৭৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গবেষণা ও বৃত্তি শাখা
www.ictd.gov.bd

নম্বর ৫৬.০০.০০০০.০২৮.৩৩.০৯৪.১৯.১৫৮/ ৪৯৯ তারিখ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ০১ ডিসেম্বর ২০১৯

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: আইসিটি ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে "হাই-প্রোফাইল আইসিটি স্কলার ফেলোশিপ" প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে "হাই-প্রোফাইল আইসিটি স্কলার ফেলোশিপ" প্রদানের জন্য প্রকৃত বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট হতে অনলাইনে দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে। **এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচিত ০২ জন ফেলোকে (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা) মাসিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা হারে ০১ বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হবে।**

০২। **হাই-প্রোফাইল আইসিটি স্কলার ফেলোশিপের যোগ্যতাঃ**
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েশন এর ফলাফল ঘোষণার ০১ (এক) বছরের মধ্যে আবেদন করতে হবে। এসএসসি, এইচএসসি পর্যায়ে সিজিপিএ ৫.০০ এবং গ্রাজুয়েশন পর্যায়ে সিজিপিএ ন্যূনতম ৩.৭৫ থাকতে হবে। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রাজুয়েশন শেষ হতে হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হলে কোন সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করবেন না বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হতে ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করবেন না মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

০৩। এ সংক্রান্ত নীতিমালাসহ অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিলের লিংক ims.ictd.gov.bd হতে বিস্তারিত জানা যাবে ও Online এ আবেদনপত্র দাখিল করা যাবে (নীতিমালার অনুচ্ছেদ নং ৪.১ এবং ১৫)।

০৪। **অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিলের শেষ সময়: ০২-০১-২০২০খ্রি. রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত।**

০৫। নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য ও বিবেচিত হবে না।

০৬। কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় এ বিজ্ঞপ্তি বাতিল, পরিবর্তন, পরিবর্ধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

০১.১২.২০১৯
মোহাম্মদ আবুল খায়ের
উপসচিব
ফোন: ০২-৫৫০০৬৮৭০
ইমেইল: mkhayer@ictd.gov.bd